বিষয়: বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/ কোম্পানি সমূহের অংশ গ্রহনে অনুষ্ঠিতশোকেসিং বিষয়ক কর্মশালার কার্যববিরণী

সভাপতি : ড. আহমদ কায়কাউস
সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্থান : বিজয় হল, বিদ্যুৎ ভবন, ১, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

তারিখ ও সময় : ১০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ, সকাল ০৯: ০০ ঘটিকা।

আয়োজনে : বিদ্যুৎ বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম।

অংশগ্রহণকারী : বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানীসমূহ।

উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট ‘ক’।

২। বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের উৎকর্ষ সাধন, ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, উদ্ভাবকগণের অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্বীকৃতি বা প্রনোদনা প্রদান এবং রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বয়ে ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী উক্ত ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানটি রেজিট্রেশন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, পরিচিতি, ইনোভেশন শোকেসিং এর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষন ও পর্যলোচনা, উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের প্রদর্শনী, মূল্যায়ন এবং মূল আকর্ষন পুরষ্কার বিতরণী ও সমাপনী পর্বে বিভক্ত ছিল।উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন চিফ ইনোভেশন অফিসার জনাব মোছাঃ মাকছুদা খাতুন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সমাপনী পর্ব সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সচিব মহোদয় বিদ্যুৎ বিভাগ।

প্রস্তুতি পর্ব:

প্রস্তুতি পর্ব অর্থ্যাৎ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিফ ইনোভেশন অফিসার জনাব মোছাঃ মাকছুদা খাতুন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোহাম্মদ শফিকউল্লাহ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি), অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়),অতিরিক্ত সচিব এবং বিউবো’র সদস্য (প্রশাসন)। সভাপতি এটুআই প্রতিনিধিসহ বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানীর উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করেন এবং তাঁর অনুরোধে বিশেষ অতিথিগণ একে একে বক্তব্য প্রদান করেন।বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলেন যে, ইনোভেশন/ আইসিটি কেন্দ্রীক হবে বিষয়টি তেমন নয়, একজন অফিস পিয়নও ইনোভেশন করতে পারে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, একটা ছিড়া ফাইল কভারকে কসটেপ লাগিয়ে ব্যবহার যোগ্য করার মাধ্যমে একজন পিয়ন ইনোভেটর হতে পারে। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) এবং অতিরিক্ত সচিব ও বিউবো’র সদস্য (প্রশাসন) স্ব স্ব বক্তৃতায় বিদ্যুৎ খাতের উদ্ভাবনী উদ্যোগ গুলির ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং কর্মক্ষেত্রে নাগরিক সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়নের তাগিদ প্রদান করেন।

চিফ ইনোভেশন অফিসার ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ বলেন যে, বিদ্যুৎ বিভাগ প্রথমবারের মত গত বছর মে মাসে ইনোভেশন শোকেসিং এর আয়োজন করে। তারই ধারাবাহিকতায় এটুআইও মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের এর সহযোগিতায় এবছর আমরা ইনোভেশন শোকেসিং এর আয়োজন করেছি। এতে বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর আওতাধীন ১১টি সংস্থা/কোম্পানি সর্বমোট ২৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে শোকেসিং অদ্যকার কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছে।

ইনোভেশন শোকেসিং এ অংশগ্রহণকারী সংস্থা/ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহ মূল্যায়ন করে সমাপনী অনুষ্ঠানে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজনে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েবলেন রবিদ্যুৎ খাতে ,নিত্য নতুন উদ্ভাবন প্রয়োজন এরং পূর্বের ইনোভেশনগুলোকে Replication এর মাধ্যমে সেবা জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। তিনি অদ্যকার শোকেসিং অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন।

ইনোভেশন শোকেসিং:

অদ্যকার ইনোভেশন শোকেসিং এ বিদ্যুৎ বিভাগ সহ এর আওতাধীন ১২টি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি সমূহ নির্বাচিত নিম্নোক্ত ২৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শন করেন।

১) বিদ্যুৎ বিভাগ: ক) অনলাইন রিক্যুজিশন ও স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২) বিউবো: ক) পিআরএল ভোগরত/চুড়ান্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ছুটি নগদায়ন, জিপিএফ, পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরী ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করণ। খ) বিপিডিবি এর গ্রাহক প্রোফাইল তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান।
৩) বাপবিবো: ক) TMLM (Transformer Maintenance & Load Management) System খ) অনলাইন গ্রাহক সংযোগ সফটওয়্যার এর রেপ্লিকেশন ও স্কেলআপ গ) আলোর ফেরিওয়ালা
৪) স্রেডা: ক) National Database of Renewable Energy (জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ডাটাবেইজ) খ) জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব মাল্টি ফুয়েল উন্নত চুলার আদর্শ মডেল তৈরী
৫) ডিপিডিসি: ক) জিপিএস বেজড মোবাইল এপস ফর অপারেশনাল কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট খ) ডেবিট/ক্রেডিট (ভিসা/মাস্টার) কার্ডের মাধ্যমে প্রিপেইড মিটার ভেন্ডিং গ) গ্রাহকেরই-মেইলেবিদ্যুৎবিলপ্রেরণ ঘ) লাইফসেভিংসডিভাইসএগেইন্সটইলেক্ট্রিক্যালহ্যার্জাড
৬) ডেসকো: ক) Bill Pay through SMS. খ) Management Information In Hand. গ) Online CPF Loan Application & Solution Process ঘ) Online Payslip of Employee
৭) ওজোপাডিকো: ক) Time Based Preventive Maintenance Apps for Sub Station খ) অনলাইন নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ ও কারিগরী সার্ভে অ্যাপস
৮) পিজিসিবি: ক) সারভিলেন্স সিস্টেম ফর সিকিউরিটি অব রিভার ক্রসিং টাওয়ার

খ) ডিজিটাল পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম(ই-পিএবি এবং ই-পিএএফ)
০৯) নওপাজেকো: ক) Remote Monitroing and Performance Analyzer of Power Plants
১০) আরপিসিএল: ক) সেলফ এসেসমেন্ট এন্ড ট্রেনিং ইভাল্যুয়েশন খ) অনলাইন সোলার পাওয়ার জেনারেশন মনিটরিং সিস্টেম
১১) এপিএসসিএল: ক) প্লান্ট পরিচালনার সমস্যা ও সমাধানের তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ খ) সংরক্ষন কাজের জন্য বিদ্যমান টুলস লিস্ট পরিমার্জন
১২) নেসকো: ওপেন সোর্স ওয়েব জি আই এস এর মাধ্যমে মনিটরিং

ইনোভেশন শোকেসিং মুল্যায়ন:

শোকেসিং চলাকালীন সময়ে রিসোর্স পার্সন টিম প্রতিটি উদ্যোগ নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে উদ্যোগগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক রেপ্লিকেশন/স্কেল-আপ/পাইলটিং যোগ্য উদ্যোগসমূহ চিহ্নিত করেন। তাদের পর্যালোচনায় উপরোক্ত আইডিয়া সমূহের মধ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের "আলোর ফেরিওয়ালা" ১ম স্থান, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) এর "লাইফ সেভিংস ডিভাইস এগেইন্সট ইলেক্ট্রিক্যাল হ্যাজার্ড" ও স্রেডার "জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব মাল্টি ফুয়েল উন্নত চুলা" যুগ্মভাবে ২য় স্থান এবং ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর "Time Based Substation Maintenance System" ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) এর বিল এস. এম. এস. হতে তাৎক্ষনিক বিল পরিশোধের সুবিধা সৃষ্টি যুগ্মভাবে ৩য় স্থান সহ স্কেলআপ/রেপ্লিকেশন/ পাইলটিং বিষয়ে সুপারিশ করেন।

মুল পর্ব/ সমাপনী পর্ব:

বৈকালিক সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ শোকেসিং কৃত উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগগুলো পরিদর্শন করেন ও উদ্ভাবকদের বক্তব্য শ্রবণ করেন। এ সময় তাঁরা প্রতিটি উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা/ পরামর্শ প্রদান করেন।

শোকেসিং কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নসরুল হামিদ, এম,পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও ড. মোঃ শামসুল আরেফিন, সিনিয়র সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। ড. আহমদ কায়কাউস, সিনিয়র সচিব বিদ্যুৎ বিভাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় এটুআই প্রতিনিধিসহ বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের প্রধানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ইনোভেশনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

চিফ ইনোভেশন অফিসার ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) উপস্থিত সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইনোভেশন শোকেসিং এ প্রদর্শিত উদ্ভাবন সমূহের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। উক্ত উপস্থাপনায় গত বছরের ইনোভেশন শোকেসিং এ প্রদর্শিত উদ্ভাবন সমূহের স্কেলআপ/ রেপ্লিকেশন/ পাইলটিং এর সর্বশেষ অগ্রগতি তুলে ধরেন। এছাড়াও তিনি বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/ কোম্পানীসমূহের এ বছর গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহের মধ্যে বাছাইকৃত ২৬টি উদ্যোগ নিয়ে আজকের শোকেসিং কর্মশালা আয়োজন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সচিব বলেন বিদ্যুৎ খাতে বিগত দশ বছরে অসামান্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। উক্ত সাফল্যের পিছনেও নানাবিধ উদ্ভাবন ছিল। শোকেসিং এ প্রদর্শিত উদ্ভাবনসমূহের প্রত্যেকটির বর্ণনা দিয়ে প্রত্যেকটি উদ্ভাবনের ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং উৎসাহ প্রদান করে বলেন যে, এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হবে এবং তা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোস্তাফিজ প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন এবং বলেন এখন ইনোভেশন নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে, অতীতে এসব বিষয়ে কোন ধরণের কাজ করার সুযোগ ছিলনা বলে তিনি মুক্ত আলোচনার জন্য একেক করে প্রশ্ন নেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে ডিপিডিসির প্রতিনিধি জানান যে, তাদের উদ্যোগ সমূহে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিয়মিত পাওয়া গেছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কিছু কিছু ভাল আইডিয়া আছে যেমন-আলোর ফেরিওয়ালা-বাড়িতে বসে বিদ্যুৎ, স্রেডার "জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব মাল্টি ফুয়েল উন্নত চুলা" ইত্যাদি। এডহক ভিত্তিতে যেগুলো করা হচ্ছে সেগুলো ইন্টিগ্রেশন করা প্রয়োজন। ডিপিডিসির কমেপ্লইন ট্র্যাকিং নতুন কিছু নয় তবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন, সময় ও অর্থ-সাশ্রয়ে নতুন উদ্ভাবন এবং ইন্টিগ্রেশন জরুরী। বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল কাজ করছে। আমি নিজে দেশের বাইরে গেলেও Transformer বদলে ফেলার ছবি তুলে আনি এবং সুযোগ পেলে জানতে চাই Transformer বদলে ফেলার কারন। বিতরণ সংস্থার পোল ব্যবহার করে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা যেতে পারে। ERP Dashboard এর মাধমে গ্রাহক সন্তুষ্টি মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ERP এর Software সমূহের Integration দ্রুততর করা, Paper Less Office স্থাপন, বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ইনোভেশন কার্যক্রমসমূহ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার এবং প্রকল্পসমূহ অনলাইনে দিতে হবে, প্রভৃতি কাজে অধিকতর গুরুত্ব দিতে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা প্রতিমন্ত্রীর সাথে এক সুরে সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন ইনোভেশন সমূহ ব্র্যান্ডিং করা দরকার, কৌশল দরকার যাতে উদ্ভাবন সমূহ সকলে জানতে পারে। পল্লী বিদ্যুতের আলোর ফেরিওয়ালার ন্যায় ডিপিডিসি ও ডেসকো কর্তৃক অতীতে বস্তিতে ক্যাম্প করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এই শোকেসিং এ বিইপিআরসি সম্পৃক্ত থাকা দরকার ছিল বলে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। পরিশেষে Innovation is culture/ Culture is Innovation বিষয়ে মতামত তুলে ধরে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। সবশেষে সভাপতি সুন্দর এ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান। সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন যে, উদ্ভাবনগুলো আইসিটি ভিত্তিক হচ্ছে। তিনি উবার,পাঠাও এর মত সেবা সহজীকরণ বিষয়ে উদ্ভাবন করার জন্য উৎসাহিত করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সবাইকে নতুন নতুন আইডিয়া থাকলে জানানোর জন্য অনুরোধ জানান। যার যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

০৩। আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ :

৩.১। **প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান নির্ধারন:**

সুপারিশ	**সংস্থার নাম**
প্রথম স্থান: আলোর ফেরিওয়ালা দ্বিতীয় স্থান (যুগ্মভাবে):"লাইফ সেভিং ডিভাইস এগেইন্সট ইলেকট্রিক্যাল হ্যাজার্ড" ও "জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব মাল্টি ফুয়েল উন্নত চুলা" তৃতীয় স্থান (যুগ্মভাবে): "Time Based Substation Maintenance System"ও "Bill Pay through SMS"	প্রথম স্থান: বাপবিবো দ্বিতীয় স্থান (যুগ্মভাবে):ডিপিডিসি ও স্রেডা। তৃতীয় স্থান (যুগ্মভাবে): ওজোপাডিকো ও ডেসকো।

৩.২ রেপ্লিকেশন:

ইনোভেশন শোকেসিং এর মাধ্যমে রেপ্লিকেশনের জন্য চিহ্নিত উদ্যোগসমূহ-৬ টি

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
ক) জিপিএস বেজড মোবাইল এপস ফর অপারেশনাল কমপ্লুহেন ম্যানেজমেন্ট	ক) ডিপিডিসি
খ) ডেবিট/ক্রেডিট (ভিসা/মাস্টার) কার্ডের মাধ্যমে প্রিপেইড মিটার ভেন্ডিং	খ) ডিপিডিসি
গ) Online Payslip of Employee	গ) ডেসকো
ঘ)Time Based Preventive Maintenance Apps for Sub Station	ঘ) ওজোপাডিকো
ঙ) সারভিলেন্স সিস্টেম ফর সিকিউরিটি অব রিভার ক্রসিং টাওয়ার	ঙ) পিজিসিবি
চ) Remote Monitoring and Performance Analyzer of Power Plants	চ) নওপাজেকো

৩.৩ স্কেল-আপ:

শোকেসিং এর মাধ্যমে দেশব্যাপী স্কেলআপের জন্য চিহ্নিত উদ্যোগের সংখ্যা- ৪টি

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
ক) জিপিএস বেজড মোবাইল এপস ফর অপারেশনাল কমপ্লুহেন ম্যানেজমেন্ট	ক) ডিপিডিসি
খ) সারভিলেন্স সিস্টেম ফর সিকিউরিটি অব রিভার ক্রসিং টাওয়ার	খ) পিজিসিবি
গ) অনলাইন সোলার পাওয়ার জেনারেশন মনিটরিং সিস্টেম	গ) আরপিসিএল
ঘ) প্লান্ট পরিচালনার সমস্যা ও সমাধানের তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ	ঘ) এপিএসসিএল

৩.৪ পাইলটিং:

শোকেসিং এর মাধ্যমে পুণরায় পাইলটিং করার জন্য চিহ্নিত উদ্যোগসমূহ ২টি

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
ক) “জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব মাল্টি ফুয়েল উন্নত চুলা”(জাতীয় পর্যায়ে)	ক) স্রেডা
খ) ওপেন সোর্স ওয়েব জি আই এস এর মাধ্যমে মনিটরিং	খ) নেসকো

প্রত্যেকটি উদ্যোগের অর্থ্যাৎ স্কেলআপ/রেপ্লিকেশন/ পাইলটিং বাস্তবায়ন মার্চ, ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। উপরোক্ত সুপারিশমালার আলোকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারিকে পুরস্কৃত করা হয় এবং স্কেলআপ/রেপ্লিকেশন/ পাইলটিং বিষয়ে স্ব স্ব সংস্থাকে পদক্ষেপ গ্রহনে তাগিদ দেওয়া হয়।

০৪। সবশেষে সভাপতি কর্মশালায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ইনোভেশন সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ কোম্পানিসমূহকে অদ্যকার কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও করণীয় বিষয়গুলো যথাসময়ে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।